৫ যীশু ঈশ্বরের বাক্য

এই পাঠে আপনি যে বিষয়গুলি পড়বেন

যীশুর মধ্যে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ।

ঈশ্বরের চরিত্র।

ঈশ্বরের অনুভূতি, চিন্তা ও পরিকল্পনা।

ঈশ্বরের ক্ষমতা ও ইচ্ছা।

যীশুর মধ্যে ঈশ্বরের নামগুলির ব্যাখ্যা।

আমি আছি।

যিহোবা।

যীশুর মধ্যে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ

কথার মাধ্যমে আমরা আমাদের চিন্তা প্রকাশ করি, আমাদের মনের অনুভূতি, বাসনা ও ইচ্ছার কথা অন্যদের জানাই। আমাদের কথার দ্বারাই লোকেরা আমাদের জানতে ও বুঝতে পারে। আমাদের চরিত্রকে প্রকাশ করে।

যীশুকে বাক্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। ঈশ্বর যীশুর মাধ্যমে নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। যীশু তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে কেবল ঈশ্বরের বাণীই আমাদের দেন নি, তিনি নিজেই আমাদের জন্য ঈশ্বরের বাণী।

ঈশ্বরের চরিত্র বা স্বভাব :

ঈশ্বর আত্মা। আমরা তাঁকে দেখতে, শুনতে, কিম্বা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে অনুভব করতে পারি না। তাহলে, কিভাবে আমরা তাঁকে

জানতে পারি ? দুর্বল ও পাপী মানুষের পক্ষে সর্বশক্তিমান, নিখুঁত, অদৃশ্য ঈশ্বরকে কি করে জানা ও বুঝা সম্ভব ? ঈশ্বর কিভাবে নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারেন ? যীশুই এর উত্তর। যীশু তাঁর মানব ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে ঈশ্বরকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। ঈশ্বর কেমন ? তাঁর পুত্র যীশুর দিকে তাকিয়েই আমরা তা জানতে পারি।

যোহন ১৪ ঃ ৯ ; "যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকেও দেখেছে।"

যোহন ১ ঃ ১৮ ; "পিতা ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি। তাঁর বুকে থাকা সেই একমাত্র পুত্র, যিনি নিজেই ঈশ্বর, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন।"

কলসীয় ১ ঃ ১৫ ; "এই পুত্রই হলেন অদৃশ্য হুবহু প্রকাশ।"

ঈশ্বর অনেক ভাবে তাঁর লোকেদের সাথে কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁর পুত্র–ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্যের মধ্যেই তাঁর চরিত্রের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। আমরা যখন যীশুর সম্বন্ধে পড়ি, তখন ঈশ্বরই আমাদের সাথে কথা বলেন। যীশুর জীবন, কাজ ও শিক্ষা সবই প্রকাশ করে যাতে মানুষের পক্ষে সেই অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হয় এবং তা এমন ভাষায় প্রকাশ করে, যা আমরা সবাই বুঝতে পারি।

ইব্রীয় ১ ঃ ১, ৩ ; অনেক দিন আগে নবীদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের পূর্ব পুরুষদের কাছে নানা ভাবে অল্প অল্প করে কথা বলেছিলেন। কিন্তু শেষে তিনি তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে কথা বলেছেন।..... পুত্রই ঈশ্বরের পূর্ণ ছবি।

যোহন ১ ঃ ১, ১৪ ; প্রথমেই বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সংগে ছিলেন এবং বাক্য নিজেই ঈশ্বর ছিলেন। সেই বাক্যই মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন। পিতা ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হিসাবে তাঁর যে মহিমা সেই মহিমা আমরা দেখেছি। তিনি দয়া ও সত্যে পূর্ণ।

যীশু কেবল ঈশ্বরের সম্বন্ধে শিক্ষাই দেন নি, তিনি ঈশ্বরের চরিত্র আমাদের দেখিয়েছেন। তিনি ঈশ্বরের পবিত্রতা, সততা, জ্ঞান, ন্যায় বিচার,

দয়া, ক্ষমতা ও প্রেমের বিষয় বলেছেন। আর লোকেরা তাঁরই মধ্যে এই গুণগুলি দেখেছে। তিনি যে সুউচ্চ নৈতিক মানদণ্ডের কথা প্রচার করেছেন, তা এর আগে কেউ কখনও শোনে নি, আর তিনি নিজে সেই মানদণ্ড অনুযায়ী জীবন যাপন করেছেন। তাঁর শিক্ষার মধ্যে যে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল তা আজও জগতকে অবাক করে। তিনি মানুষের প্রয়োজন মিটিয়েছেন এবং অন্যদের জন্য নিজের জীবন দিয়েছেন–এ সবের মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরের ভালবাসারই প্রমাণ স্বরূপ হয়েছেন।

আমাদের পাপের জন্য যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্যে আমরা ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ও ভালবাসার সবচেয়ে স্পষ্ট ছবি দেখতে পাই। ঈশ্বরের ন্যায়-বিচার, পাপের জন্য মৃত্যুদণ্ড দাবী করেছে। কিন্তু পাপীদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার দরুণ তাদের বদলে তিনি নিজেই মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করলেন। তাঁর ভালবাসার দ্বারা চালিত হয়েই তিনি যারা তাঁকে ক্রুশে দিচ্ছিল, তাদের ক্ষমা করে দেবার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। কী অতুলনীয় প্রেম। আমাদের ঈশ্বর কত না মহান।

ঈশ্বরের অনুভূতি, চিন্তা এবং পরিকল্পনা ঃ

যীশু তাঁর শিক্ষা ও ব্যক্তি সত্বার মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুভূতি, চিন্তা, এবং পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। যীশু ছিলেন একজন মহান শিক্ষক। কিন্তু তিনি বলেছেন ঃ

যোহন ৮ ঃ ২৮ ; আমি নিজে থেকে কোন কিছুই করি না, বরং পিতা আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, আমি সেই সব কথাই বলি .

যোহন ১৫ ঃ ১৫ ; আমি পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি তা তোমাদের জানিয়েছি।

সুতরাং ঈশ্বরের ও তাঁর সত্যের আসল প্রকাশ রূপে আমরা সুসমাচার উল্লিখিত যীশুর শিক্ষার উপর নির্ভর করতে পারি। ঈশ্বরকে আমরা একজন সর্বজ্ঞ ও প্রেমময় পিতারূপে দেখি, যিনি স্বর্গে থাকেন এবং তাঁর সন্তানদের যত্ন নেন। তিনি পাপ ও ভণ্ডামীকে ঘৃণা করেন, কিন্তু পাপীকে ভালবাসেন। তিনি আমাদের উদ্ধার পাবার পথ বলে দেন এবং সুখী জীবনের নিয়মগুলি

দেন। তিনি চান তাঁর পথ-হারানো সন্তানেরা তাদের পাপ ছেড়ে দিয়ে আবার তাঁর কাছে ফিরে আসে। তিনি তাঁর অনন্তরাজ্যে আমাদের জন্য সুন্দর জীবন পরিকল্পনা করেছেন তার বিষয় আমাদের জানান। ঈশ্বরের লিখিত বাক্যে আমরা এই সত্যগুলি জানতে পারি।

জীবন্ত বাক্য যীশু, ঈশ্বরের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। তাঁরই মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর বন্ধুদের দুঃখে, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জন্য, এবং তাঁকে আগ্রাহ্য করে ধ্বংসের দিকে যাচ্ছিল এমন একটি নগরের জন্য কেঁদেছিলেন। ভণ্ডামী, ছল-চাতুরী ও টাকা আয় করবার জন্য ধর্মকে ব্যবহার ইত্যাদির বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়েছে। পালক বিহীন মেষপালের মত লোকেরা পথ হারিয়ে বিপথে চলে যাচ্ছে দেখে, ঈশ্বরের করুণা উছলে উঠেছে। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জানিয়েছেন যে, তিনি চান তারা সুখী হয়, রোগ-ব্যাধি, পাপ, অন্যায়-অপরাধ, ও ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে জীবন যাপন করে।

ঈশ্বরের ক্ষমতা ও ইচ্ছা :

যীশু আমাদের দেখিয়েছেন ঈশ্বর কি চান, তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, ঈশ্বরের তাঁর উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করবার ক্ষমতা আছে। ঈশ্বরের প্রতি যীশুর বাধ্যতা ও তাঁর সাথে সহভাগিতার জীবন আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, ঈশ্বর আমাদেরও ঐ রকম জীবন আশা করেন। যীশুর অলৌকিক কাজগুলির মধ্যে ঈশ্বরের ক্ষমতা ও সমস্ত প্রয়োজনে তিনি যে তাঁর লোকদের সাহায্য করতে চান, তা-ই প্রকাশ পেয়েছে। যীশু বলেছেন, তিনি পিতার ইচ্ছা সাধন করতে এসেছেন, এবং তিনি তাঁর পিতার হয়ে কাজ করেছেন। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, ঈশ্বর আমাদের সুস্থ করতে চান, ক্ষমা করতে চান, এবং আমাদের সব প্রয়োজন মেটাতে চান।

যোহন ৫ : ৩৬ ; পিতা আমাকে যে কাজগুলো করতে দিয়েছেন, সেগুলোই আমি করছি। আর সেগুলো আমার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দেয় যে, পিতাই আমাকে পাঠিয়েছেন।

১ করিন্থীয় ১ : ২৪ ; খ্রীষ্টই ঈশ্বরের শক্তি আর ঈশ্বরের জ্ঞান।

যীশুর মধ্যে ঈশ্বরের নামগুলির ব্যাখ্যা ঃ

বাইবেলে আমারা ঈশ্বরের জন্য অনেক নাম দেখতে পাই। ঈশ্বরের বাক্য যীশুর মধ্যে আমরা এই নামগুলির ব্যাখ্যা খুঁজে পাই, কারণ যীশুই ঈশ্বরের সত্যিকার প্রকাশ।

আমি আছি ঃ

ঈশ্বর মোশিকে যখন তাঁর প্রজাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ডেকেছিলেন তখন মোশি তার নাম জানতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বর উত্তরে বলেছিলেন ঃ "আমি যে আছি, সেই আছি।" ঈশ্বর লোকদের কাছে মোশিকে এই কথা বলতে বললেন যে, "আমি আছি" তাকে তাদের কাছে পাঠিয়েছেন। এই নামটির দ্বারা বুঝি যে ঈশ্বর অনন্তজীবী অপরিবর্তনীয়, সব সময় বর্তমান। তাঁর মধ্যে কোন ছল-চাতুরী নেই। তিনি যা আছেন, তাই আছেন, এবং যা ইচ্ছা করেন, তা-ই সাধন করেন। আমরা তাঁর উপর নির্ভর করতে পারি।

কিন্তু ঈশ্বর কি ? তিনি কি করবেন ? যীশু তাঁর বিভিন্ন উপদেশে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন। যোহনের লেখা সুখবরে আমরা এগুলির বিবরণ পাই। যীশু আট বার ঈশ্বরের "আমি আছি" এই নামটি নিজের উপর আরোপ করেছেন। একবার তিনি তাঁর অনন্তকালীন অস্তিত্ব বর্ণনার জন্য এই নামটি ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন যে, তিনি আব্রাহমের আগেও ছিলেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি ঈশ্বরের ও তাঁর নিজের চরিত্র ব্যাখ্যা করবার জন্য এই নাম ব্যবহার করেছেন–এবং যারা ঈশ্বরের কাছে আসে, তাদের জন্য তিনি কি করেন তা দেখিয়েছেন। এই মহান "আমি আছি" আমাদের সব প্রয়োজন মেটাবেন।

১) "**আমিই** সেই জীবন রুটি।" যোহন ৬ ঃ ৩৫ পদ।
২) "**আমিই** জগতের আলো।" যোহন ৮ ঃ ১২ পদ।
৩) "অব্রাহামের জন্মের আগে থেকেই **আমি আছি**।" যোহন ৮ঃ ৫৮ পদ।
৪) "**আমিই** দরজা।" যোহন ১০ ঃ ৯ পদ।

৫) "**আমিই** ভাল রাখাল।" যোহন ১০ ঃ ১১ পদ।
৬) "**আমিই** পুনরুত্থান ও জীবন।" যোহন ১১ ঃ ২৫ পদ।
৭) "**আমিই** পথ, সত্য, আর জীবন।" যোহন ১৪ ঃ ৬ পদ।
৮) "**আমিই** আসল আংগুর গাছ।" যোহন ১৫ ঃ ১ পদ।
(বিঃ দ্রঃ এখানে **আমিই** কথাগুলি মূল ভাষায় **আমি আছি**)।

যিহোবা ঃ

যিহোবা মানে অনন্তকালীন (সনাতন) বা স্বয়ংভূ। এই নামটিকে অন্যান্য শব্দের সাথে যুক্ত করে আরও কয়েকটি বড় ধরণের নাম গঠন করা হয়েছে। ঈশ্বরের ব্যক্তিগত আত্মা প্রকাশের ভিত্তিতেই এই সব নাম গঠন করা হয়েছে। তাঁর স্বরূপ এবং তাঁর লোকদের জন্য তাঁর কাজ আমরা এই নামগুলি থেকে জানতে পারি। বাক্য যীশু, যিনি আমাদের কাছে ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন, তিনি ঈশ্বরের এই নামগুলির সত্যতা প্রমাণ করেন।

১) **যিহোবা-যিরি**—সদাপ্রভু যোগাবেন।

আদি ২২ ঃ ৮ ; অব্রাহাম কহিলেন, বৎস, ঈশ্বর আপনি হোমের জন্য মেষ শাবক যোগাইবেন।

১ পিতর ১ ঃ ১৯, ২০ ; তোমাদের মুক্ত করা হয়েছে নির্দোষ ও নিখুঁত মেষ শিশু যীশু খ্রীষ্টের অমূল্য রক্ত দিয়ে। জগৎ সৃষ্টির আগেই ঈশ্বর এর জন্য তাঁকে ঠিক করে রেখেছিলেন।

যীশুই হলেন সেই মেষ-শাবক, আমাদের অপরাধ বহন করে আমাদের বদলে মরবার জন্য ঈশ্বর যাঁকে দিয়েছেন।

২) **যিহোবা-রফেকা**—সদাপ্রভু আমাদের আরোগ্যদাতা।

যাত্রা ১৫ ঃ ২৬ আমি সদাপ্রভু তোমার আরোগ্যকারী।

মথি ৮ : ১৬ তিনি (যীশু) মুখের কথাতেই সেই (মন্দ) আত্মাদের ছাড়ালেন আর যারা অসুস্থ ছিল, তাদের সবাইকে সুস্থ করলেন ।

মহান চিকিৎসক যীশু দেহ, মন, হৃদয় এবং ভগ্ন-আত্মা সবই সুস্থ করেন ।

৩) **যিহোবা-শালোম**–সদাপ্রভু আমাদের শান্তি ।

বিচারকর্ত্তৃগণ ৬ : ২৪ গিদিয়োন সে স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞবেদী নির্মাণ করিলেন, ও তাহার নাম যিহোবা শালোম রাখিলেন ।

যোহন ১৪ : ২৩, ২৭ যীশু তাঁকে উত্তর দিলেন.....'আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি আমি তোমাদের দিচ্ছি ।"

যীশু আমাদের অন্তরে যে শান্তি দেন, তা বাইরের অবস্থার উপর নির্ভর করে না । এগুলি হল ঈশ্বরের সাথে শান্তি, নিজেদের মধ্যে শান্তি ও অন্যদের সাথে শান্তি ।

৪) **যিহোবা-রোহী**–সদাপ্রভু আমার পালক ।

গীতসংহিতা ২৩ : ১ সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না ।

যোহন ১০ : ৭, ১১ যীশু আবার বললেন.....'আমিই ভাল রাখাল ।" ভাল রাখাল তার ভেড়ার জন্য নিজের প্রাণ দেয় ।

যীশু, আমাদের ভাল রাখাল, আমাদের রক্ষা করবার জন্য নিজের প্রাণ দিয়েছেন, এবং যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করে, তাদের যত্ন নেবার জন্য তিনি এখন জীবিত আছেন ।

৫) **যিহোবা-সিডকেনু**–সদাপ্রভু আমাদের ধার্মিকতা ।

যিরমীয় ২৩ : ৬ আর তিনি এই নামে আখ্যাত হইবেন, 'সদাপ্রভু আমাদের ধার্মিকতা' ।

২ করিন্থীয় ৫ : ২১ যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে কোন পাপ ছিল না, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের পাপ তাঁর উপর তুলে দিয়ে তাঁকেই পাপের জায়গায় দাঁড় করালেন, যেন খ্রীষ্টের সংগে যুক্ত থাকবার দরুন, ঈশ্বরের ধার্মিকতা আমাদের ধার্মিকতা হয় ।

পবিত্র হৃদয় ও পবিত্র জীবন লাভ করবার একটি মাত্র পথ আছে। একমাত্র যীশুর সঙ্গে যুক্ত থেকেই আমরা ধার্মিক ও ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতার জীবন লাভ করতে পারি। তিনিই আমাদের ধার্মিকতা।

৬) **যিহোবা-শামাহ**—সদাপ্রভু উপস্থিত।

যিহিষ্কেল ৪৮ : ৩৫ সদাপ্রভু তত্র।

মথি ১ : ২৩ "তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানুয়েল। এই নামের মানে হল, আমাদের সংগে ঈশ্বর।"

যীশু বলেছেন, তিনি সব সময় আমাদের সংগে সংগে থাকবেন। আমাদের সাহায্য করবার জন্য তিনি সব সময়ই আমাদের কাছে আছেন।

৭) **যিহোবা-নিঃষি** সদাপ্রভু আমাদের পতাকা।

যাত্রা ১৭ : ১৫ মোশি এক বেদি নির্মাণ করিয়া তাহার নাম 'যিহোবা নিঃষি' রাখিলেন।

যোহন ১৬ : ৩৩ "এই জগতে তোমরা কষ্ট পাচ্ছ, কিন্তু সাহস হারায়ো না ; আমিই জগৎকে জয় করেছি।"

এই নামের মানে যীশু আমাদের নেতা, আমাদের বিজয় এবং শক্তি। তিনি সংগে থাকলে, আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে শক্তিশালী ও বিজয়ী হতে পারি।

আপনার কাছে এই নামগুলি কি অর্থ বহন করে ? এদের মানে এই : আপনি যদি যীশুকে ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করেন, তবে প্রভু আপনার প্রয়োজনগুলি মেটাবেন। তিনি আপনাকে সুস্থ করবেন। তিনি হবেন আপনার শান্তি। তিনিই আপনার ধার্মিকতা হবেন, তিনি আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন ও আপনার বিজয় হবেন। আপনি যদি যীশুর কাছে আপনার জীবন সমর্পণ করেন, তাঁর কাছে আপনার পাপ স্বীকার করে তাঁকে জীবনে গ্রহণ করেন, তাহলেই তিনি আপনার জন্য এই সব হবেন।